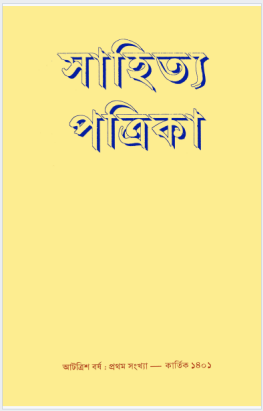

Vol. 38 | No. 1 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উচ্চশিক্ষার মাধ্যম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্র

Volume	38
Issue	1
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	লায়লা জামান
Published online	October 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v38i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i1.8
Pages	131-137
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ১

Check for updates

উচ্চশিক্ষার মাধ্যম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্র

লায়লা জামান

দীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসংখ্য পত্র লিখেছেন। এর এক অংশ ব্যক্তিগত, অন্য অংশ সমাজ ও সাহিত্য চিন্তার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের বহু সংখ্যক পত্র ইতিমধ্যে গ্রন্থ, সাময়িকী ও সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়েছে। কবির বর্তমান পত্রটি এ-যাবৎকাল অপ্রকাশিত। এটি হায়দ্রাবাদের নিজামের শিক্ষাসচিব স্যার আকবর হায়দরীকে ১৯১৮ সালের ৯ জানুয়ারীতে লেখা। এতে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৯১৮ সালের ৯ জানুয়ারি শান্তিনিকেতন থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্র পাওয়া গেছে। স্যার আকবর হায়দারী (১৮৬৯-১৯৪২)-কে লেখা এই চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমর্থনের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে।

দুই যুগ পূর্ব থেকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার প্রচলনের কথা বলে আসছিলেন কবি, এপত্রে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু ভাষা প্রবর্তনের প্রস্তাব সমর্থন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই পত্রটি সংরক্ষিত আছে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য মহাফেজখানায়-পলিটিকাল ডিপার্টমেন্ট, ট্রান্সফার্ড লিস্ট, কিস্তি ৮০, তালিকা ৪,ক্রমিক সংখ্যা ৬৬৩ [Shamsul Alam ১৯৮৩: ২১২-১৩]।

পত্রপাপক আকবর হায়দরী ওই সময় ছিলেন হায়দ্রাবাদে নিজাম সরকারের শিক্ষাসচিব ; ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের *কারিকুলাম* কমিটি রবীন্দ্রনাথসহ ভারত-ইংল্যান্ডের ২৮ জন পণ্ডিতের কাছে খসড়া *সিলেবাস* পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মতামত প্রার্থনা করে; সেই প্রসঙ্গেই এই পত্রটি লেখা হয়েছিল[১]।

১৮৮৩ সালে *ভারতী* পত্রিকায় "বাংলা ভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উচ্চারণে"র সাক্ষ্য " ন্যাশনল ফণ্ড" প্রবন্ধটি (কার্তিক ১২৯০)[২]।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রচনা-তালিকা নিম্নরূপ:[৩]

অনুবাদ-চর্চা, অপর পক্ষের কথা, অবস্থা ও ব্যবস্থা, অসন্তোষের কারণ, *ইংরেজী শ্রুতি-শিক্ষা*, *ইংরেজি সহজ শিক্ষা*, *ইংরেজি সোপান*, কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন, ছাত্র সম্ভাষণ, *জাভা যাত্রীর পত্র*, প্রসঙ্গকথা, প্রাঞ্জলতা, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য, বাংলার জাতীয় সাহিত্য, *বাংলা ভাষা-পরিচয়*, বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা, বিদ্যার যাচাই, বিদ্যাসমবায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, ব্রতধারণ, ভাষা বিচ্ছেদ, ভাষার কথা, *রাশিয়ার চিঠি*, শিক্ষার বাহন, শিক্ষার বিকিরণ, শিক্ষার মিলন, শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষাসংস্কার, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, শিক্ষার হেরফের, সাহিত্য সম্মিলন ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু ভাষা প্রবর্তনে স্যার আকবর হায়দরীর উদ্যোগের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৬-এ নিউ এডুকেশন ফেলোশীপ সম্মেলনে পঠিত "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ ' প্রবন্ধে বলেন :

ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ বয়সে অল্প; সেই জন্যই বোধ করি তার সাহস বেশি, তা ছাড়া এ কথাও বোধ করি সেখানে স্বীকৃত হওয়া সহজ

হয়েছে যে, শিক্ষা বিধানে কৃপণতা করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর কিছুই হতে পারে না। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিচলিত নিষ্ঠার সহায়তায় আদ্যন্তমধ্যে উর্দু ভাষার প্রবর্তন হয়েছে। তারই প্রবল তাড়নায় ঐ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক-রচনা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ইমারত হল, সিঁড়িও হল, নিচে থেকে উপরে লোক-যাতায়াত চলছে। হতে পারে, সেখানে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তবুও চারিদিকের প্রচলিত মত ও অভ্যাসের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে যিনি এমন মহৎ সংকল্পকে মনে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্থান দিতে পেরেছেন সেই স্যার আকবর হয়দরির সাহসকে ধন্য বলি। বিনা দ্বিধায় জ্ঞানসাধনার দুর্গমতাকে তাঁদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সমভূম করে দিয়ে উর্দু ভাষীদের তিনি যে মহৎ উপকার করেছেন তার দৃষ্টান্ত যদি আমাদের মন থেকে সংশয় দূর এবং শিক্ষাসংস্কৃতির বিলম্বিত গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে তবে একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্য সকল সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে গৌরব করতে পারবে। নইলে প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গে একই মূল্য দাবি করবে কোন স্পর্ধায়। বনস্পতির শাখায় যে পরগাছা ঝুলছে সে বনস্পতির তুল্য নয় [মুহম্মদ হাবীবুর রহমান ১৯৮৩ : ৮৩]।

রবীন্দ্র-পত্রটির উদ্ধৃতি প্রদানের আগে পত্র-প্রাপকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করি[৪]।

আকবর হায়দরী ১৮৬৯-এ দক্ষিণ ভারতের কাম্‌ব্রে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন: তাঁর পিতা নজর আলী হায়দার। ১৯৮৮ সালে কর্মজীবনের সূচনা হয় ভারত সরকারে অর্থ বিভাগে সাব-অর্ডিনেট অফিসার পদে। চাকুরিক্ষেত্রে তিনি পদোন্নতি পেয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় 'কন্ট্রেলার অব ট্রেজারিজ' পদে। হায়দ্রাবাদ দেশীয় রাজ্যে নিজাম-সরকারের যোগ দিয়ে শিক্ষা সচিব, প্রধান মন্ত্রী ও উপদেষ্টা পদে বৃত হন। এ সকল পদে থাকাকালে তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অনেক সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত করেন।

তাঁরই প্রচেষ্টার ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম রূপে উর্দু প্রবর্তিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলন ও অনুবাদ ব্যুরো স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর, ভারত ভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত নিজামের শাসনামলে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দুর মাধ্যমেই শিক্ষা দান হতো। এ সময় অনেক উর্দু পাঠ্যপুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়।

তিনি নাইট, পি. সি, ডি ডিএল (অক্সফোর্ড), এল. এল. ডি (ওসমানিয়া ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়) ইত্যাদি সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত হন। শেষ জীবনে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদ অলঙ্কৃত করেন।

আকবর হায়দরীর সঙ্গে এই পত্রালাপের পর থেকে কবির সঙ্গে, বিশেষ করে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার তিন বছর পর প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২১) সঙ্গে, হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিজামের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে।

১৯২৭-এর জুলাইয়ে নিজাম বাহাদুরের এক লাখ টাকা অনুদানে বিশ্বভারতীতে কবি স্থাপন করেন ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র। রবীন্দ্রজীবনীকারের প্রদত্ত তথ্যানুসারে নিজামের "ইচ্ছানুসারে কলিকাতার ভূসম্পত্তিতে ঐ টাকা লগ্নি করিয়া তাহার মুনাফা হইতে ইসলামিক বিভাগ পরিপোষণ ব্যবস্থা হয় [প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৬১ : ৪৯০]।

১৯২৭-এর বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার জানিয়েছেন; মহামান্য নিজামের অর্থ-সদস্যের পত্রে ওই উপহারের ঘোষণায় উল্লেখ আছে এভাবে-

> it is understood the amount will be invested in such form as may be agreed upon in consultation with Nizam's Government and utilised for making provision for the study of Islamic culture [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৬১ : ৪৯০]।

রবীন্দ্রনাথ নিজাম-প্রদত্ত মঞ্জুরী দিয়ে বিশ্বভারতীতে মুসলিম সংস্কৃতি বিষয়ে 'নিজাম-বক্তৃতা' চালু করেন। নিজাম-বক্তৃতা অনুষ্ঠানে কবি নিজে উপস্থিত থাকতেন; বক্তৃতামালা বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেন। কাজী আবদুল ওদুদের *হিন্দু মুসলমানের বিরোধ* পুস্তিকাটি (১৯৩৬) ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে কবির সভাপতিত্বে প্রদত্ত লিখিত বক্তৃতা।

নিজামের রাজ্য সরকারের তৎকালীন 'প্রেসিডেন্ট' মহারাজ স্যার কিষণ প্রসাদের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩-এর ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহে হায়দ্রাবাদ সফর করেন; কবির সঙ্গী ছিলেন কালীমোহন ঘোষ ও অনিল চন্দ। রবীন্দ্র-জীবনীতে উল্লেখ আছে: 'এতদিন পরে কবি ব্যক্তিগত ভাবে আসিয়া নিজামের সহিত দেখা করিলেন ও তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৬১ : ৪৯০]।

রবীন্দ্রনাথ রাজকীয় অতিথিরূপে দু-সপ্তাহ অবস্থান করেন এখানে; প্রভাত-কুমার লিখেছেন :

> হায়দ্রাবাদে কবি যে- কয়দিন ছিলেন —বক্তৃতা পার্টি ভোজ নানা লোকের সহিত মোলাকাত প্রভৃতি একটির পর একটি লাগিয়াই ছিল। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্রদের সম্মুখে ও সেকেন্দ্রবাদের জনসভায় Ideals of an Eastern University সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন [প্রভাতকুমার মখোপাধ্যায় ১৯৬১ : ৪৯০]।

ওই সময়ে তিনি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপাইলেশন এ্যাণ্ড ট্রান্সলেশন ব্যুরো পরিদর্শন করেন। তাঁর এই সফরকালে হায়দ্রাবাদের হিন্দু-মুসলমান সকলে কবির কাছে বিশ্বভারতীর তহবিলের জন্য দান করেছিলেন।

আকবর হায়দরীর কাছে ইংরেজিতে লেখা চিঠিতে কবির বক্তব্য :

তিনি সেদিনের দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ছিলেন যখন বিদেশি ভাষার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে আমাদের শিক্ষা দেশের সকল মানুষের কাছে পৌছবে। দেশবাসী তাদের মাতৃভাষার 'পাপে' শাস্তি ভোগ করেছেন। তারা উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যতদিন বিদেশি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, ততদিন বিশ্বের সংস্কৃতি অঙ্গনে আমাদের প্রকৃত স্থান লাভ হবে না।

কবি লেখেন, আপনাদের রাজ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতে যাচ্ছে এবং সেখানে উর্দু ভাষার মধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে, এই সংবাদ আমাকে আনন্দিত করেছে। আপনাদের রাজ্যের বাইরেও একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের চিঠির মূল বয়ান সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল:

SANTINIKETAN
BOLPUR
Jan 9,.1918

Dear sir,

I have long been waiting for the day when freed from the shackle of a foreign language, our education becomes naturally accessible to all our people. As it is, our countrymen are being punished for the original sin of being born for their mother-tongue. They are deprived of their opportunity of higher education because of an accident of which they must not have cause to be ashamed or sorry. So long as the present condition prevails in India, there can be no hope of our country ever finding its true place in the commonwealth of culture.

It is a problem for the solution of which we look to our Native States, and it gives me great joy to know that your state proposes to found University in which instruction to be given through the medium of Urdu. It is needless to say that your scheme has my fullest approvation, especially as I know that your example will be of great help to those outside your state, cry in the wilderness despised by the prudent. The only sentence to which I carn take objection in the resolution is the one describing proposed University as "obviously of the nature of experiment." Your institution must not be handicapped with the least doubt in the beginning of its career and you must be fully determined to lead it through difficulties and failures to ultimate fulfilment. Our faith has to be strong because our obstacles are great.

১৯১৮ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকে নিজামের শাসনামল পর্যন্ত ৩০ বছর শিক্ষার মাধ্যমরূপে উর্দু বহাল ছিল। [বাংলা বিশ্বকোষ ১৯৭২]। ১৯৪৮এ হায়দ্রাবাদ ভারতভুক্তির পর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমে রূপে ইংরেজি চালু হয়।

টীকা

১. এঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার ম্যাইকেল স্যাডলার , ড. পি জে হারটগ (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জনশিক্ষা পরিচালক হরনেল ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ।

২. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*তে অগ্রথিত এই প্রবন্ধটি মুহম্মদ হাবিবুর রহমান সংকলন করেছেন তাঁর *মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ* বইয়ে (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ১১১-১১৯।

৩. ড. মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত।

৪. *ভারত-কোষ* [১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্যে পরিষৎ, কলকাতা] ১৩৭১: ২০৪, সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য:১৯৭২:২১ ও *বাংলা বিশ্বকোষ* (১ম খণ্ড) ১৯৭৩:৪৯৫।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১২৬১ — *রবীন্দ্রজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা।

মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ১৯৮৩ — *মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ*। ঢাকা।

আবদুল হাকীম (সম্) — *বাংলা বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড। ঢাকা।

Shamsul Alam, Abul Kashem ১৯৮৩ — 'Education in Hyderabad State'। [অপ্রকাশিত পিইচ ডি অভিসন্দর্ভ। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়]।

Sachchidananda Bhattacharya ১৯৭২ — *A Dictionary of Indian History*। কলকাতা।